ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 074 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৭৪ ● কলকাতা ● ০৩ চৈত্র, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১৮ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের আগে নিরাপত্তাহীনতা, সম্পাদককে ঘিরে খুনের আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ভোটের দামামা বেজে উঠতেই আবারও নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাধারণ মানুষ। আর সেই উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে এবার এক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও তাঁর পরিবার। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই প্রাণনাশের হুমকি, জমি দখলের চেষ্টা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ থেকে ২০২১ এবং সাম্প্রতিক ২০২৪ সালের ভোট পরবর্তী সময়ে এই জেলায় একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। লুটপাট, জমি দখল, এমনকি খুনের অভিযোগও উঠেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ফলে আসন্ন ২০২৬ সালের নির্বাচনকে ঘিরে আতঙ্ক আরও বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনেকেরই প্রশ্ন—ভোটের দিন নয়, ভোটের পর কি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে?

এই পরিস্থিতির মধ্যেই হেদিয়া গ্রামের বাসিন্দা ও এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের অভিযোগ, গত কুড়ি বছর ধরে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে পরিকল্পিতভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ভোটের পর বারবার তাঁর জমি জোর করে দখলের চেষ্টা হয়েছে, এমনকি ২০১৬ সালে তাঁর উপর গুলিও চালানো হয়েছিল। একাধিকবার অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি আবার নতুন করে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় এক দুষ্কৃতী ভৈরব মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নকল কাগজপত্র তৈরি করে সম্পাদকের জমি অন্যের নামে রেকর্ড করানোর চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি, সুযোগ পেলেই তাঁকে বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের খুন করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সম্পাদক।

সম্পাদকের অভিযোগ, বিষয়টি বহুবার পুলিশকে জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি বারাইপুর পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেও তিনি সুযোগ পাননি বলে দাবি। উল্টে তাঁর বাড়ির আশেপাশে রাতের অন্ধকারে সন্দেহজনক লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে এবং সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ।

এছাড়াও, নির্বাচন আচরণবিধি চলাকালীন অনুমতি ছাড়াই জমায়েত, মাইক বাজানো ইত্যাদি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, এসব বিষয় জেনেও নির্বিকার ভূমিকা নিচ্ছে স্থানীয় থানা।

একদিকে প্রাণনাশের আশঙ্কা, অন্যদিকে জীবিকা হারানোর ভয়—এই দুইয়ের মাঝেই কার্যত চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন সম্পাদক ও তাঁর পরিবার। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উদ্বেগ।

এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। এখন দেখার, ভোটের আগে ও পরে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পর্ব 233

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর যেসব খারাপ ঘটনা, যেসব খারাপ অনুভব তাঁর জীবনে এসেছে, ঐসব খারাপ অনুভব পুত্রের জীবনে না আসে। তিনি কেবল পুত্রমোহে পুত্রকে বোঝাতে থাকেন। তাতে তার পুত্রের ভাল করাই উদ্দেশ্য। **ক্রমশঃ**

পার্থ, জীবনকৃষ্ণ থেকে কাঞ্চন- অনেক বড় নামকেই টিকিট দিল না তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একুশের নির্বাচনে লড়েছিলেন। তৃণমূলের টিকিটে জিতেওছিলেন। তা-ও ছাব্বিশের প্রার্থী তালিকায় জায়গা হল না তাঁদের। কেউ বাদ গেলেন দুর্নীতিতে নাম জড়ানোয়, কারও সঙ্গে বেড়েছিল দলের দূরত্ব, কারও আবার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বড্ড বেশি আলোচনা। কারণ স্পষ্ট না হলেও তালিকাটা নেহাতই ছোট হল না।তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ বিধায়কের আসন বদল করা হয়েছে এই বারের তালিকায়। সেখানে নাম রয়েছে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীরও। তবে ১৩৫ জনকে তাদের নিজের আসনেই দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত,ছাব্বিশের প্রার্থী তালিকায় ৭৪ জন বিধায়ককে টিকিটই দিল না তৃণমূল। তালিকায় রইল কাঞ্চন মল্লিক, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বড় বড় নাম। ৭৪ জন বাদ যাওয়া বিধায়কের তালিকায় রয়েছে তপন দাশগুপ্ত, জোৎস্না মান্ডি, তাজমুল হোসেন,, অসিত মজুমদার, মাণিক ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহা, পরেশ পাল, স্বর্ণকমল সাহা, বিকাশ রায়চৌধুরী, বিবেক গুপ্তর মতো নামও।

এরমধ্যে, রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময়েই বেহালা পশ্চিম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একুশেও করেছিলেন। কিন্তু, ২০২২ সালেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারি। তারপর দীর্ঘ কারাবাস শেষে অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন সম্প্রতি। ফিরে এসে বেহালা পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু, তাঁর দল আর তাঁকে টিকিট দিল না। বেহালা পশ্চিম থেকে প্রার্থী করা হয়েছে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে।

পার্থর মতোই দুর্নীতিতে নাম জড়ানোয় নাম কাটা গিয়েছে বড়এঞাঁর বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার। যিনি বারবার পাঁচিল টপকে পালানোর জন্য রীতিমতো 'প্রসিদ্ধ'। বড়এঞাঁয় এবার তৃণমূলের প্রার্থী প্রতিমা রজক। নাম কাটা গিয়েছে পলাশিপাড়ার বিধায়ক মাণিক ভট্টাচার্যেরও। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী রুকবানুর রহমান।

প্রেমিকা শ্রীময়ী চট্টরাজের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ বিয়ে, তারপর হানিমুন নিয়ে কম চর্চা হয়নি উত্তরপাড়ার বিদায়ী বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে নিয়ে। এমনকি, নিজের কেন্দ্রে তাঁর নামে 'নিখোঁজ' পোস্টারও পড়েছিল। সেই কাঞ্চনকে এবার আর উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেনি তৃণমূল। তার বদলে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে শ্রীরামপুরের সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তৃণমূলের পুরো প্রার্থী তালিকা দেখে নিন একনজরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬-এ এসআইআর পরবর্তী পরিস্থিতিতে অঙ্ক ঘুরে যেতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীকে পাশে নিয়ে তালিকা প্রকাশ করলেন মমতা দার্জিলিং-এর ৩টে সিটে লড়বে না তৃণমূল।সবাই চলে গেলে রাজ্যে জল কে দেখবে, বিদ্যুৎ কে দেখবে? এখন কিছু হলে আমাকে কিছু বলবেন নাষ বিজেপির টুঁটি চিপে ধরবেন। যিনি মেঘনাদের মতো রয়েছেন, তাঁকে বলব, বাংলায় প্রার্থী হন না।" '২২৬-

এর বেশি ভোট পেয়ে জিতব', বললেন মমতা। বললেন, ১০০-র বেশি স্কিম আছে তৃণমূল সরকারের, তৃণমূল ক্ষমতায় না এলে টাকা পাওয়া যাবে না। তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, বিজেপির পার্টি অফিস থেকে বসে অফিসারদের লিস্ট তৈরি করা

এরপর ৩ পাতায়

জলপাইগুড়ি জেলার ভারী বৃষ্টির ফলে আলু চাষীরা দুশ্চিন্তায়

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

উত্তরবঙ্গ জুড়ে বেশ কয়েকটি জেলার ভারী বৃষ্টির ফলে আলু চাষীদের মাথায় হাত। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার আলু চাষের জন্য বিখ্যাত ধুপগুড়ি। আলু চাষের জন্য ধুপগুড়ি চাষিরা বিখ্যাত। ধুপগুড়ির আলু ও জলপাইগুড়ি জেলার আলু বিভিন্ন রাজ্যের রপ্তানি হয়ে থাকে। বৃষ্টির ফলে আলুর চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে। ধুপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি চাষীদের একমাত্র অর্থকরী ফসল হলো আলু। শীত মরসুমেই আলু চাষ করে থাকে কৃষকেরা। অনেক কৃষক পরিবার রয়েছেন কৃষি লোন নিয়ে আলু চাষ করে থাকে ও বন্ধন লোন নিয়ে অনেক চাষিরা আলু চাষ করে। বর্তমানে আলু দাম না থাকায় অনেক কৃষক দিশেহারা ও দুশ্চিন্তায় রয়েছে। তার মধ্যে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভারী বৃষ্টির ফলে আলু চাষীরা এক কথায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। নিচু জমিতে যারা আলু চাষ করেছেন তাদের জমি বৃষ্টির জলে তলিয়ে গিয়েছে। জমি থেকে কিছুটা আলু উদ্ধার করার জন্য বৃষ্টিতে ভিজে জমি থেকে আলু তুলতে ব্যস্ত কৃষক মহল পরিবার। ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি,হেলাপাকরী, ভোটপার্টি,দমোহনী,বার্নিশ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক আলু চাষ হয়ে থাকে।একদিকে কৃষক আলুর ন্যায্য মূল্য দাম না পেয়ে দিশাহারা। এবং ব্যাপক বৃষ্টির ফলে দুর্যোগে আলু চাষীরা।সর্ব

এরপর 6 পাতায়

(২ পাতার পর)

তৃণমূলের পুরো প্রার্থী তালিকা দেখে নিন একনজরে

হচ্ছে।

দেখে নিন তৃণমূলের পূর্ণ তালিকা: মাথাভাঙা- সাবলু বর্মন কোচবিহার উত্তর- পার্থ প্রতিম রায় কোচবিহার দক্ষিণ- অভিজিৎ দে শীতলকুচি- হরিহর দাস মেখলিগঞ্জ- পরেশ অধিকারী দিনহাটা- উদয়ন গুহ আলিপুরদুয়ার- সুমন কাঞ্জীলাল ধূপগুড়ি- ড. নির্মল রায় শিলিগুড়ি- গৌতব দেব মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি- শঙ্কর মালাকার চোপড়া- হামিদুল রহমান বালুরঘাট- অর্পিতা ঘোষ হরিরামপুর- বিপ্লব মিত্র ডোমকল- হুমায়ুন কবীর করিমপুর- সোহম চক্রবর্তী পলাশিপাড়া- রুকবানুর রহমান হাবড়া- জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রাসবিহারী- দেবাশিস কুমার ভাটপাড়া- অমিত গুপ্তা নোয়াপাড়া- তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ব্যারাকপুর- রাজ চক্রবর্তী কামারহাটি- মদন মিত্র বরানগর- সায়ন্তিকা ডায়মন্ড হারবার- পান্নালাল হালদার সোনারপুর দক্ষিণ- লাভলি মৈত্র ভাঙড়- শওকত মোল্লা বেহালা পশ্চিম- রত্না চট্টোপাধ্যায় কলকাতা পোর্ট- ফিরহাদ হাকিম ভবানীপুর- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকতলা- শ্রেয়া পাণ্ডে হাওড়া উত্তর- গৌতম চৌধুরী শিবপুর- রানা চট্টোপাধ্যায় পাঁচলা- গুলশন মল্লিক উলুবেড়িয়া পূর্ব- ঋতব্রত বেলেঘাটা- কুণাল ঘোষ উত্তরপাড়া- শীর্ষান্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুর- বেচারাম মান্না চুঁচুড়া- দেবাংশু ভট্টাচার্য নন্দীগ্রাম- পবিত্র কর সবং- মানস ভুঁইয়া ডেবরা- রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় টালিগঞ্জ- অরূপ বিশ্বাস রামনগর- অখিল গিরি কাকদ্বীপ- মন্টুরাম পাখিরা সোনারপুর উত্তর - ফিরদৌসি বেগম মন্তেশ্বর- সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বারুইপুর পূর্ব- বিভাস সর্দার বারুইপুর পশ্চিম- বিমান বন্দোপাধ্যায় রাজারহাট - গোপালপুরে অদিতি মুন্সি ১৬২. চৌরঙ্গী- নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৩. এন্টালি- সন্দীপন সাহা ১৬৪. বেলেঘাটা- কুণাল ঘোষ ১৬৫. জোড়াসাঁকো- বিজয় উপাধ্যায় ১৬৬ . শ্যামপুকুর- ডাঃ শশী পাঁজা ১৬৭. মানিকতলা- শ্রেয়া পাণ্ডে ১৬৮. কাশীপুর বেলগাছিয়া- অতীন ঘোষ ১৬৯. বালি- কৈলাস মিশ্র ১৭০. হাওড়া উত্তর- গৌতম চৌধুরী ১৭১. হাওড়া- অরূপ রায় ১৭২. শিবপুর- ডাঃ রানা চ্যাটার্জি ১৭৩. হাওড়া দক্ষিণ- নন্দিতা চৌধুরী ১৭৪. সাঁকরাইল (SC) হাওড়া প্রিয়া পাল ১৭৫. পাঁচলা- গুলশান মল্লিক ১৭৬. উলুবেড়িয়া- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৭. উলুবেড়িয়া উত্তর- বিমল কুমার দাস ১৭৮. উলুবেড়িয়া- পুলক রায় ১৭৯. শ্যামপুর- নদেবাসী জানা ১৮০. বাগনান- অরুণাভ সেন ১৮১. আমতা- সুকান্ত পাল ১৮২. উদয়নারায়ণপুর- সমীর কুমার পাঁজা ১৮৩. জগৎবল্লভপুর- সুবীর চট্টোপাধ্যায় ১৮৪. ডোমজুড়- তাপস মাইতি ১৮৫. উত্তরপাড়া- শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬. শ্রীরামপুর- তন্ময় ঘোষ ১৮৭. চাঁপদানি- অরিন্দম গুইন ১৮৮. সিঙ্গুর- বেচারাম মান্না ১৮৯. চন্দননগর- ইন্দ্রনীল সেন ১৯০. চুঁচুড়া- দেবাংশু ভট্টাচার্য ১৯১. বলাগড়- রঞ্জন ধারা ১৯২. পাণ্ডুয়া- সমীর চক্রবর্তী (বুয়া) ১৯৩. সপ্তগ্রাম- বিদেশ বসু ১৯৪. চণ্ডীতলা- স্বাতী খন্দকার ১৯৫ জঙ্গিপাড়া- স্নেহাশীষ চক্রবর্তী ১৯৬. হরিপাল- ডাঃ করবী মান্না ১৯৭. ধনেখালি- অসীমা পাত্র ১৯৮. তারকেশ্বর- রমেন্দু সিংহ রায় ১৯৯. পুরশুড়া- পার্থ হাজারী ২০০. আরামবাগ- মিতা বাগ ২০১. গোঘাট- ডাঃ নির্মল মাজি ২০২. খানাকুল- পলাশ রায় ২০৩. তমলুক- দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় ২০৪. পাঁশকুড়া পূর্ব- অসীম কুমার মাজি ২০৫. পাঁশকুড়া পশ্চিম- সিরাজ খান ২০৬. ময়না- চন্দন মণ্ডল ২০৭. নন্দকুমার- সুকুমার দে ২০৮. মহিষাদল- তিলক কুমার চক্রবর্তী ২০৯. হলদিয়া- তাপসী মণ্ডল ২১০. নন্দীগ্রাম- পবিত্র কর ২১১. চণ্ডীপুর- উত্তম বারিক ২১২. পটাশপুর- পীযূষ কান্তি পাণ্ডা ২১৩. কাঁথি উত্তর- দেবাশিস ভৌমিক (লালু) ২১৪. ভগবানপুর- মানব কুমার পড়ুয়া ২১৫. খেজুরি- রবিন চন্দ্র মণ্ডল ২১৬. কাঁথি দক্ষিণ- তরুণ কুমার জানা ২১৭. রামনগর- অখিল গিরি ২১৮. এগরা- তরুণ মাইতি ২১৯. দাঁতন- মানিক মাইতি ২২০. নয়াগ্রাম- দুলাল মুর্মু ২২১. গোপীবল্লভপুর- অজিত মহাত ২২২. ঝাড়গ্রাম- মঙ্গল সরেন ২২৩. কেশিয়ারি- রামজীবন মান্ডি ২২৪. খড়গপুর সদর- প্রদীপ সরকার ২২৫. নারায়ণগড়- প্রতিভা রানী মাইতি ২২৬. সবং- মানস রঞ্জন ভুঁইয়া ২২৭. পিংলা- অজিত মাইতি ২২৮. খড়গপুর- দীনেন রায় ২২৯. ডেবরা- রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩০. দাসপুর- আশিস হুদাইত ২৩১. ঘাটাল- শ্যামলী সর্দার ২৩২. চন্দ্রকোনা- সূর্য কান্ত দলুই ২৩৩. গড়বেতা- উত্তরা সিংহ (হাজরা) ২৩৪. শালবনি- শ্রীকান্ত মাহাতো ২৩৫ . কেশপুর- শিউলি সাহা ২৩৬. মেদিনীপুর- সুজয় হাজরা ২৩৭. বিনপুর- বীরবাহা হাঁসদা ২৩৮ . বান্দোয়ান- রাজীব লোচন সরেন ২৩৯. বলরামপুর- শান্তীরাম মাহাতো ২৪০. বাঘমুণ্ডি- সুশান্ত মাহাতো ২৪১. জয়পুর- অর্জুন মাহাতো ২৪২. পুরুলিয়া- সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৩. মানবাজার- সন্ধ্যা রানী টুডু ২৪৪. কাশীপুর- সৌমেন বেলথুরিয়া ২৪৫. পাড়া- মানিক বাউরি ২৪৬. রঘুনাথপুর- হাজারী বাউরি ২৪৭. শালতোড়া- উত্তম বাউরি ২৪৮. ছাতনা- স্বপন কুমার মণ্ডল ২৪৯. রানিবাঁধ- ডাঃ তনুশ্রী হাঁসদা ২৫০. রায়পুর- ঠাকুর মনি সরেন ২৫১. তালডাংরা- ফাল্গুনী সিংহবাবু ২৫২. বাঁকুড়া- ডাঃ অনুপ মণ্ডল ২৫৩. বরজোড়া- গৌতম মিশ্র (শ্যাম) ২৫৪. ওন্দা- সুব্রত দত্ত (গোপ) ২৫৫. বিষ্ণুপুর- তন্ময় ঘোষ ২৫৬ . কোতুলপুর- হরকালী প্রতিহার ২৫৭. ইন্দাস- শ্যামলী রায় বাগদী ২৫৮ .সোনামুখী- ডাঃ কল্লোল সাহা ২৫৯. খণ্ডঘোষ- নবীন চন্দ্র বাগ ২৬০. বর্ধমান দক্ষিণ- খোকন দাস ২৬১. রায়না- মন্দিরা দলুই ২৬২. জামালপুর- ভূতনাথ মল্লিক ২৬৩ . মন্তেশ্বর- সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ২৬৪. কালনা- দেবপ্রসাদ বাগ ২৬৫ . মেমারি- রাসবিহারী হালদার ২৬৬. বর্ধমান উত্তর (SC)- নিশীথ কুমার মালিক ২৬৭. ভাতার- শান্তনু কোঙার ২৬৮ . পূর্বস্থলী দক্ষিণ- স্বপন দেবনাথ ২৬৯. পূর্বস্থলী উত্তর- বসুন্ধরা গোস্বামী ২৭০. কাটোয়া- রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৭১. কেতুগ্রাম- শেখ সাহনওয়াজ ২৭২. মঙ্গলকোট- অপূর্ব চৌধুরী (অচল) ২৭৩. আউশগ্রাম- শ্যামাপ্রসন্ন লোহাড় ২৭৪. গলসি - অলক কুমার মাজি ২৭৫. পাণ্ডবেশ্বর- নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৭৬. দুর্গাপুর পূর্ব- প্রদীপ মজুমদার ২৭৭. দুর্গাপুর পশ্চিম- কবি দত্ত ২৭৮. রানিগঞ্জ- কালোবরণ মণ্ডল ২৭৯. জামুরিয়া- হরেরাম সিংহ ২৮০. আসানসোল দক্ষিণ- তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮১. আসানসোল উত্তর- মলয় ঘটক ২৮২. কুলটি- অভিজিৎ ঘটক ২৮৩. বারাবনি- বিধান উপাধ্যায় ২৮৪. দুবরাজপুর- চন্দ্র নরেশ বাউরি ২৮৫. সিউড়ি- উজ্জ্বল চ্যাটার্জি ২৮৬. বোলপুর- চন্দ্রনাথ সিনহা ২৮৭. নানুর- বিধান চন্দ্র মাজি ২৮৮ . লাভপুর- অভিজিৎ সিনহা (রানা) ২৮৯. সাঁইথিয়া- নীলাবতী সাহা ২৯০ ময়ূরেশ্বর- অভিজিৎ রায় ২৯১. রামপুরহাট- আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯২. হাসন- ফায়েজুল হক (কাজল সেখ) ২৯৩. নলহাটি- রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং ২৯৪.

মুরারই- মোশাররফ হোসেন কী কী বললেন মমতা, একনজরে তালিকা ঘোষণার আগেই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অফিসার বদল প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "লড়াইটা মেঘের আড়াল থেকে লড়ছেন কেন, সামনে থেকে লড়ুন। প্রকাশ্যে সভা করুন।" তিনি আরও বলেন, "সব অফিসারই আমাদের অফিসার। বিজেপির কোনও সম্ভাবনাই নেই।

সিট এবার আরও কমবে বিজেপির। বারবার মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে নিজেরা কিন্তু বেলাইন হয়ে যাবেন। এটা বাংলার অস্মিতার লড়াই, বিজেপির অস্তিত্বের লড়াই।" মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব বদলে ক্ষুব্ধ মমতা। বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে, তার দায়িত্ব বিজেপিকে নিতে হবে।" প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে মমতা বলেন, "আপনার যদি গণতন্ত্রে ভরসা থাকে, তাহলে কেন এত ভয় পাচ্ছেন?

সম্পাদকীয়

ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হল জগদীশ প্রসাদ মিনাকে

ভোট ঘোষণা হওয়ার কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মিনাকে দিল্লিতে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এভাবে কোনও স্বরাষ্ট্রসচিবকে অবজারভার করার জন্য ট্রেনিং-এ পাঠানোর নজির নেই। ভোট ঘোষণা হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে স্বরাষ্ট্রসচিব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।তারপরও কোনও তালিকা দেয়নি রাজ্য। তারপরই স্বরাষ্ট্রসচিব ও সিপিকে অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করার কথা জানানো হয়। এদিকে শুধু স্বরাষ্ট্রসচিব পদ থেকে জগদীশ প্রসাদ মিনাকেই নয়, মুখ্যসচিব পদ থেকেও নন্দিনী চক্রবর্তীকে বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন দুষ্মন্ত নারিয়ালা। অন্যদিকে, জগদীশ প্রসাদ মিনার জায়গায় নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব হয়েছেন ১৯৯৭ ব্যাচের আইএএস সংঘমিত্রা ঘোষ। কেবল প্রশাসনিক স্তরেই নয়, পুলিশের শীর্ষকর্তাদেরও বদল করা হয়েছে।আর এবার বেনজির নির্দেশ। ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হল জগদীশ প্রসাদ মিনাকে। কমিশন সূত্রে খবর, তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী পশ্চিমের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে মিনাকে। রবিবার ভোট ঘোষণার পর মধ্যরাতে তাঁকে স্বরাষ্ট্রসচিব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় জগদীশ প্রসাদ মিনাকে।

এরপর সোমবার রাতেই তাঁকে অন্য দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালেই তামিলনাড়ুর একটি আসনের পর্যবেক্ষক করে জগদীশ প্রসাদ মিনাকে পাঠানো হয়েছে। আগে জগদীশ প্রসাদ মিনা সহ ২৫ জন আইএএস-আইপিএস-কে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রশাসনিকভাবে বলা হয়েছিল, প্রশিক্ষণ নিলেই যে যেতে হবে, তার কোনও মানে নেই। কিন্তু ভোট ঘোষণা হতেই স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের যুক্তি ছিল, নিয়ম মেনে অবজারভারের তালিকা চেয়ে রাজ্য সরকারকে পাঁচ বার রিমাইন্ডার দিয়েছিল কমিশন।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(নবম পর্ব)

তিনি যখন বইটি লিখেন, তখন বেঙ্গল বলতে বুঝিয়েছে তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকেই। এর মধ্যে পড়ে বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড।আমরা আজ যে সুন্দরবনের জঙ্গল দেখছি, সেই সুন্দরবন একটা সময় বহু বছর আগে মানুষের বাসস্থান ছিল। কিভাবে মানুষের বাসস্থান টি ধ্বংস হয়ে, সুন্দরবন জল জঙ্গল আর জমিন হয়ে গেলো তার ইতিহাস স্পষ্ট ধারণা নেই আমাদের অনেকের কাছে। তিনি এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গাছপালার জরিপ করে বিবরণ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ঝাড়খণ্ডে সিবিআইয়ের অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ঝাড়খণ্ডে রেলওয়ের এক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। মঙ্গলবার সংস্থার তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে।তদন্ত এগোলে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

অভিযুক্তের নাম রবীন্দ্র কুমার, যিনি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-এর আদ্রা ডিভিশনের অধীনে বোকোরোর ভোজুডিহ এলাকায় জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) পদে কর্মরত ছিলেন।অভিযুক্তের নাম রবীন্দ্র কুমার, যিনি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-এর আদ্রা ডিভিশনের অধীনে বোকোরোর ভোজুডিহ এলাকায় জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) পদে কর্মরত ছিলেন।সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, একটি বেসরকারি সংস্থার সাইট অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার বিনিময়ে অভিযুক্ত ১৫ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ১৬ মার্চ মামলা দায়ের করা হয়।

এরপর প্রাথমিক যাচাইয়ের পর ফাঁদ পেতে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরার পরিকল্পনা করে সিবিআই। সেই অনুযায়ী, অভিযোগকারীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় রবীন্দ্র কুমারকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর অভিযুক্তের দপ্তর ও বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়, যাতে মামলার সঙ্গে যুক্ত আরও প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান চলছিল এবং উদ্ধার হওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিবিআই জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হবে। পাশাপাশি, অতীতে একই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন কি না বা এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্ত এগোলে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

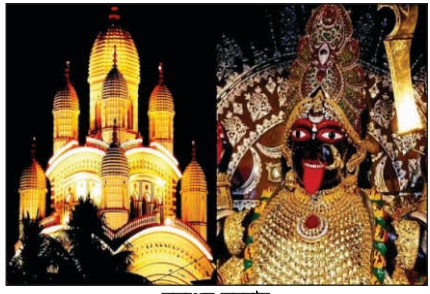

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চন্দ্রকেতুগড়, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা মিউজিয়াম অভ আর্ট-এ আছে।

মুণ্ডক উপনিষদে কালীকে অগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সপ্তজিহ্বা সপ্তমাতৃকার ইঙ্গিত হতে পারে (শিন ৭২)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫ **(দ্বিতীয় পর্ব)**

বিপণন কোম্পানিগুলো নিরবচ্ছিন্ন এলপিজি রিফিল সরবরাহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার অব্যাহত রেখেছে; পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমগুলোকে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা ভুল তথ্য এবং অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক এড়াতে কেবল সরকারি সূত্রগুলোর ওপরই নির্ভর করেন।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং জাহাজ চলাচল কর্মসূচি

বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সামুদ্রিক পরিস্থিতি এবং ভারতীয় জাহাজ ও নাবিকদের সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী:

এই অঞ্চলে অবস্থানরত সকল ভারতীয় নাবিক নিরাপদ রয়েছেন এবং গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় নাবিকদের সংশ্লিষ্ট কোনো জাহাজ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পশ্চিমাংশে ৬১১ জন নাবিকসহ ভারতের ২২টি জাহাজ অবস্থান করছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং—জাহাজ মালিক, আর পি এস এল সংস্থা এবং বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসগুলোর সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে পরিস্থিতির ওপর সর্বক্ষণ নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের যে দুটি এলপিজি ট্যাঙ্কার গত ১৪ মার্চ প্রায় ৯২,৭১২ মেট্রিক টন এলপিজি বহন করে 'হরমুজ প্রণালী' অতিক্রম করেছিল, সেগুলোর মধ্যে 'শিবালিক' জাহাজটির আজ বিকেল ৫টার (১৭০০ ঘটিকা) নাগাদ মুন্দ্রা বন্দরে নোঙর করার কথা রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পণ্য খালাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, অপর জাহাজ 'নন্দা দেবী' -এর আগামীকাল খুব ভোরে বন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

ভারতীয় জাহাজ 'জগ লাড়কি' প্রায় ৮০,৮০০ মেট্রিক টন 'মুরবান ক্রুড অয়েল' বহন করছে। গত ১৪ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে এটি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে এবং বর্তমানে নিরাপদে গন্তব্যের পথে রয়েছে। জাহাজটি এবং জাহাজে অবস্থানরত সকল ভারতীয় নাবিক সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছেন। ডিজি শিপিং কন্ট্রোল রুম চালু হওয়ার পর থেকে, নাবিক, তাদের পরিবারবর্গ এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে মোট ৩,০৩০টি ফোন কল এবং প্রায় ৫,৪৯৭টি ই-মেইল গ্রহণ করেছেও সেগুলির নিষ্পত্তি করেছে। এরমধ্যে গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ৩১০টিরও বেশি কল এবং ৫৯৭টি ই-মেইল রয়েছে।

ডিজি শিপিং এখন পর্যন্ত উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ২৮৬ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছে।এর মধ্যে গত ৪৮ ঘণ্টায় ৩৩ জন নাবিককে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

দেশজুড়ে অবস্থিত প্রধান বন্দরগুলো জাহাজের চলাচল এবং পণ্য খালাস ও বোঝাইয়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। পাশাপাশি তারা শিপিং কোম্পানি এবং পণ্য পরিবহনের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে সহায়তা প্রদান করছে। এর মধ্যে নোঙর ,বার্থ ভাড়া এবং পণ্য সংরক্ষণের মাশুলে ছাড় প্রদান অন্যতম।

পণ্য পরিবহনের কাজকর্মকে নির্বিঘ্ন করতে বন্দর কর্তৃপক্ষ শুল্ক বিভাগ (কাস্টমস) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করছে।

জেএনপিএ মধ্যপ্রাচ্যগামী কন্টেইনারগুলোর জন্য সাময়িক 'ট্রান্সশিপমেন্ট স্টোরেজ' বা স্থানান্তরের মধ্যবর্তী সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করেছে। এছাড়া জেএনপিএ থেকে যাত্রা শুরু করা কন্টেইনারগুলোর ক্ষেত্রে, ১৫ দিন পর্যন্ত 'গ্রাউন্ড রেন্ট' (জমি ভাড়া) এবং 'ডুয়েল টাইম চার্জ' (বন্দরে অবস্থানের মাশুল)-এর ওপর ১০০ শতাংশ এবং 'রিফার কন্টেইনার প্লাগ-ইন চার্জ'-এর ওপর প্রায় ৮০ শতাংশ ছাড় প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশের কোনো প্রধান বন্দরেই কন্টেইনার বা জাহাজের জট (কনজেসন) নেই। জেএনপিএ-তে রপ্তানি হবে এমন কন্টেইনারের সংখ্যা প্রায় ৫,৬০০ থেকে কমে বর্তমানে প্রায় ৩,৯০০-তে নেমে এসেছে।

উপসাগরীয় অঞ্চলগামী যেসব পণ্যবোঝাই জাহাজ বর্তমানে যাত্রা করতে পারছে না, বন্দর কর্তৃপক্ষ সেগুলোর নিরাপদ নোঙরের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে।

পরিচালনগত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে 'ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং'-এর অধীনে একটি আন্তঃমন্ত্রক দল গঠন করা হয়েছে। এই দলে শুল্ক বিভাগ, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বন্দরের কাজকর্মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক, বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসসমূহ, শিপিং কোম্পানি এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করে চলেছে।

এই অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা

বিদেশ মন্ত্রক এই অঞ্চলে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি তথ্য প্রদান করেছে এবং জানিয়েছে যে, ভারতীয় মিশনগুলো স্থানীয় ভারতীয় জনগনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। মন্ত্রক জানিয়েছে:

ভারত সরকার ইরানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ইরানে অবস্থানরত ৫৫০-এরও বেশি ভারতীয় নাগরিক তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় স্থলসীমান্ত দিয়ে আর্মেনিয়ায় প্রবেশ করেছেনএবং ৯০-এরও বেশি নাগরিক আজারবাইজানে প্রবেশ করেছেন।

তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পূর্ণোদ্যমে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গত কয়েক দিনে, দূতাবাস কর্তৃপক্ষ তেহরানের বাইরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সরিয়ে ইরানেরই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানগুলোতে নিয়ে গেছে।

ইরানে কর্মরত ভারতীয় নাবিক এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তাদের নিয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছে; পাশাপাশি, সকল ভারতীয় নাগরিককে দূতাবাসের নির্দেশিকা বা পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক পশ্চিম এশিয়া এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। এই অঞ্চলে বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

ক্রমশঃ

অবরুদ্ধ হরমুজ' মুক্ত করতে রণতরী পাঠাবে ভারত? বিবৃতি দিল নয়াদিল্লি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবরুদ্ধ হরমুজ'কে মুক্ত করতে মিত্রশক্তিগুলির কাছে রণতরী পাঠানোর আবেদন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়ে দিল, এই বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। ইরানের দীর্ঘদিনের 'বন্ধু' ভারত যে মার্কিন স্বার্থরক্ষায় কূটনৈতিক জটিলতা তৈরি করবে না, এদিনের বিবৃতিতে তা বুঝিয়ে দিল মোদি সরকারের বিদেশ মন্ত্রক।নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে তিনি আরও লেখেন, 'আশা করি চিন, ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন যারা হরমুজ বন্ধের জেরে প্রভাবিত তারা ওই অঞ্চলে জাহাজ পাঠাবে। ওদের (ইরান) মাথা আমরা ইতিমধ্যেই কেটে ফেলেছি, তারপরও যাতে কোনও হামলার ঘটনা না ঘটে তার জন্যই এই পদক্ষেপ করা উচিত।' ট্রাম্প

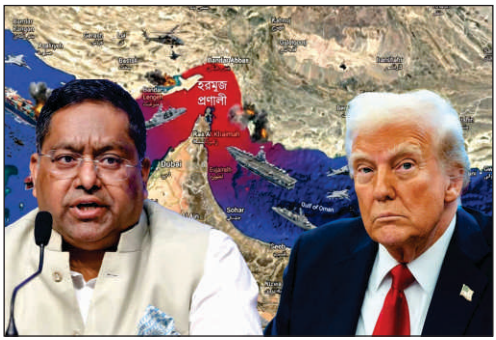

আরও জানান, 'আমেরিকা সমুদ্র থেকে ইরানি জাহাজগুলিতে বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাবে। এবং যে কোনও উপায়ে হরমুজ প্রণালীকে মুক্ত ও নিরাপদ করে তুলব।'হরমুজে রণতরী পাঠানো নিয়ে ট্রুথ সোশালে একটি পোস্ট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য ছিল, তিনি আশা করেন যে চিন, ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশ, যারা ইরানের দ্বারা হরমুজ 'বন্ধ' থাকার ফলে প্রভাবিত, তারা জলপথটিকে "নিরাপদ এবং উন্মুক্ত" করতে ওই অঞ্চলে যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে। ট্রাম্প একথা বললেও কোনও দেশ এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেয়নি। এই বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ভারতেরও যে কোনও কথা হয়নি, এদিন সেকথা স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি।

এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "আমরা জানি যে এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশ আলোচনা করছে। আমরা এখনও দ্বিপাক্ষিক (আমেরিকার সঙ্গে) আলোচনা করিনি।" তবে হরমুজের অবরুদ্ধ থাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা চলছে বলেও জানিয়েছেন রণধীর।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ বার্তায় ট্রাম্প লিখেছিলেন, 'একাধিক দেশ, বিশেষ করে যারা হরমুজ প্রণালী বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত তারা আমেরিকাকে সাহায্য করবে। এবং ওই জলপথ খুলতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে। আমরা ইতিমধ্যেই ইরানের সামরিক ক্ষমতা ১০০ শতাংশ নষ্ট করে দিয়েছি। তারপরও ওরা যতই পরাজিত হোক না কেন, ওই জলপথে ওদের পক্ষে দু'একটি ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন বা মাইন হামলা চালানো অস্বাভাবিক নয়।' তা রুখতেই মিত্র শক্তির কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন ট্রাম্প।

(২ পাতার পর)

জলপাইগুড়ি জেলার ভারী বৃষ্টির ফলে আলু চাষীরা দুশ্চিন্তায়

শান্ত হয়ে পড়ছে আলু চাষিরা। আলু দাম না থাকায়,তারপর ভারী বৃষ্টি। আলু চাষীরা জানান, যশোবন্ত রায়, সঞ্জয় মন্ডল, অনুপ মন্ডল বলেন,আলু চাষ করতে প্রচুর খরচ হয়েছে। বন্ধন,কৃষি লোন নিয়ে আলু চাষ করা হয়েছে। আলুর ফলন ভালো হলেও ন্যায্য মূল্য দাম না থাকায় হতাশ। তার পর আরো ভারী বৃষ্টি। বৃষ্টির ফলে আলু উঠানোর সম্ভব হবে না বলে জানান। কিছুদিন বৃষ্টি চলে আলু থাকলে পোচে যাবে।কিছুটা আলু বাঁচাতে এক হাটো জলের মধ্যে আলু তুলতে ব্যস্ত কৃষক পরিবার। বৃষ্টির ফলে আলু নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক পরিবার।

ইরানকে 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' করতে আমেরিকার উপর চাপ বাড়াচ্ছে আরবের মুসলিম দেশগুলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমেরিকা ও ইজরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি একযোগে ইরানের উপর আক্রমণ শুরু করে। প্রায় ২০ দিন হতে চলল যুদ্ধ থামার লক্ষণ নেই। একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে এই যুদ্ধ নিয়ে এবার চাপ বাড়ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তিনি যুদ্ধ শেষ করতে চাইছেন। তবে ইরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যুদ্ধ এখনই তারা শেষ করবে না।ইরানের উপর ইজরায়েল ও আমারিকা হামলা শুরুর পর পাল্টা জবাবে তেহরান মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটিতে আক্রমণ শুরু করে। প্রথম দিকে ইরানের লক্ষ্যবস্তু মার্কিন ঘাঁটি থাকলেও পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের প্রধান বিমানবন্দর, তেল স্থাপনা ও পরিবহন ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা শুরু করে। এতেই বেজায় চটেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। যার কারণে ইরানকে ধ্বংস করে দেওয়ার দাবি উঠছে প্রবলভাবে। পাঁচজন পশ্চিমা ও আরব কূটনীতিক রয়টার্সকে বলেছেন, উপসাগরীয় দেশগুলো যাতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় তার জন্য ওয়াশিংটন চাপ দিচ্ছে। ট্রাম্প দেখাতে চান যে এই অভিযানের পক্ষে আঞ্চলিক সমর্থন আছে। সেই কারণে একাধিক দেশকে পাশে চাইছে আমেরিকাও।এই আবহেই এবার সামনে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য প্রথমদিকে আমেরিকাকে আহ্বান জানায়নি উপসাগরীয় আরবের দেশগুলো। তবে বর্তমানে তারা সিদ্ধান্ত বদল করেছে এবং ইরানকে 'নিঃশেষ' করতে চাপ দিচ্ছে আমেরিকাকে। ইরানের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন যেন এখনই যুদ্ধ বন্ধ না করে এই আবেদনই আমারিকার কাছে করছে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি। রয়টার্সকে তিনটি উপসাগরীয় সূত্র জানিয়েছে, এসব দেশের বর্তমান চাহিদা হল তেলসরবরাহের রাস্তার উপর ইরানের যেন কোনও প্রভাব না থাকে। সৌদি আরবভিত্তিক গালফ রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান আব্দুলাজিজ সাগের জানিয়েছেন মধ্যপ্রাধ্যে এখন এই ধারণা প্রবলভাবে তৈরি হয়েছে যে ইরান প্রতিটি উপসাগরীয় দেশের ক্ষেত্রে সকল রেড লাইন অতিক্রম করেছে।

সিনেমার খবর

নিকের সঙ্গে প্রথম দর্শনে যা করেছিলেন প্রিয়াংকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া ও মার্কিন পপতারকা নিক জোনাস দাম্পত্যজীবনে নিজেদের রসায়ন নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রায়ই আলোচনায় থাকেন। সম্প্রতি প্রিয়াংকার নতুন সিনেমা 'দ্য ব্লাফ'-এর প্রচারের অংশ হিসেবে একটি পডকাস্টে অংশ নেন অভিনেত্রী। সেখানে নিক জোনাসের লেখা একটি প্রেমপত্র পড়ে শোনানো হলে প্রিয়াংকা বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। চিঠিতে নিক তার স্ত্রীর গুণাবলি, মাতৃত্ব ও ধৈর্য ধরার ক্ষমতার প্রশংসা করেন।

এর আগে ২০১৮ সালে রাজকীয় আয়োজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বলি অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া ও পপতারকা নিক জোনাস। তাদের বয়সের ব্যবধান ১০ বছর। এ নিয়ে শুরুতে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হলেও দীর্ঘ সাত বছরের দাম্পত্যজীবনে তারা সফল জুটির উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে নানা চড়াই-উতরাইয়ে প্রিয়াংকার ইতিবাচক মনোভাবের প্রশংসা করে নিক জোনাস চিঠিতে লিখেছেন, যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ভেঙে না পড়ে লড়াই করার ক্ষমতা তাকে মুগ্ধ করে। তিনি এবং তাদের কন্যা মালতী মেরি প্রিয়াংকাকে নিয়ে গর্বিত।

নিক জোনাস তার চিঠিতে প্রিয়াংকাকে নিজের জীবনের অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, প্রিয়াংকা শুধু একজন বিশ্বখ্যাত তারকা নন, বরং একজন মা, মেয়ে ও স্ত্রী হিসেবে তিনি অনন্য।

নিজেদের প্রথম ডেটের স্মৃতি শেয়ার করে নিয়েছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। নিক জানিয়েছিলেন এটা ছিল 'গ্রুপ ডেট'। নিক 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট'-এর লাইভ কনসার্টে প্রিয়াংকাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রিয়াংকা তার প্রিয় বন্ধুকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। নিক তার বড় ভাই কেভিন জোনাস এবং অন্য এক দম্পতিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে প্রথম ডেটের কথা শেয়ার করে নিক জোনাস বলেন, শোতে আমাদের সবচেয়ে ভালো সময় কেটেছে। আমরা কোথাও খেতে গিয়েছিলাম। জো জানতেন যে আমি এই ডেটটি নিয়ে সত্যিই অনেক আগ্রহী ছিলাম। সে রাতে আমরা একে অন্যকে চুম্বন করেছিলাম।

সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েও বিব্রত কৃতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাজের স্বীকৃতি পেলে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননের বেলায় দেখা গেল তার ব্যতিক্রম। 'তেরে ইশক ম্যায়' সিনেমার জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েও বিব্রত এই অভিনেত্রী। নেটিজেনদের সমালোচনার কারণে কৃতির পুরস্কারপ্রাপ্তির আনন্দ ফিকে হয়ে গেছে।

আজকালসহ ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় অ্যাওয়ার্ড শোতে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন কৃতি শ্যানন।

'তেরে ইশক ম্যায়' সিনেমায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তাঁর এ স্বীকৃতি। যেখানে একই বিভাগে মনোনীত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতমও।

'হক' ছবির জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি। বক্স অফিসে 'হক' সিনেমাটি সেই অর্থে ব্যবসা না করলেও ইয়ামির অভিনয় নজর কেড়েছে দর্শকের। প্রশংসা করেছেন সমালোচকরাও। তারপরও ইয়ামির পরিবর্তে কৃতি শ্যাননকে পুরস্কার দেওয়ায় অনেকেই কটাক্ষ করেছেন। তেমনই একটি পোস্টে লাইক করেছেন ইয়ামি নিজেও। এটি নিয়ে নেট দুনিয়ায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে। এতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন কৃতি।

যদিও ইয়ামি গৌতম পরে স্বীকার করেছেন, কোনো শিল্পীকে অপমান করার জন্য নয়, বরং না বুঝেই সেই পোস্টে লাইক দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির পরও কৃতি বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারেননি।

শাহরুখের পর এবার কি সালমানের সঙ্গে নয়নতারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা সালমান খান বর্তমানে একাধিক বড় প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। 'ব্যাটল অফ গালওয়ান' সিনেমার পাশাপাশি আরও কয়েকটি সিনেমার চিত্রনাট্য তার হাতে রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম দক্ষিণী পরিচালক বংশী পাইদিপল্লির নতুন একটি প্রকল্প। শোনা যাচ্ছে, এই সিনেমায় সালমানের বিপরীতে অভিনয় করতে পারেন দক্ষিণী তারকা নয়নতারা।

জানা গেছে, সিনেমাটি প্রযোজনা করবেন ভামশী, যেখানে দর্শকদের জন্য থাকবে ভরপুর বিনোদন। যদিও এখনো পর্যন্ত প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

শাহরুখ খানের 'জওয়ান' সিনেমা বক্স অফিসে বড় সাফল্য পেয়েছিল। তবে কিছু সমালোচকের মতে, ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোনের সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির তুলনায় নয়নতারার অভিনয় কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

পরিচালক বংশী পাইদিপল্লি দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় একাধিক সফল ছবির জন্য পরিচিত। ২০০৭ সালে মুন্না ছবির মাধ্যমে তিনি পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তিনি 'বৃন্দাবন', 'ইয়েভাড়ু', 'উপিরি' ও 'মহর্ষি' পরিচালনা করেছেন। 'মহর্ষি' সিনেমাটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছিল।

অন্যদিকে গত কয়েক বছরে সালমান খানের সিনেমাগুলোর সাফল্যের গ্রাফ খুব একটা উজ্জ্বল নয়। তার 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান, 'টাইগার ৩' এবং 'সিকান্দার'-দর্শকদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া পায়নি। ফলে নতুন ছবিগুলোর মাধ্যমে ভক্তদের প্রত্যাশা পূরণ করার চাপও রয়েছে তার ওপর।

বর্তমানে সালমান ব্যস্ত রয়েছেন 'ব্যাটল অফ গালওয়ান' ছবির কাজ নিয়ে। পাশাপাশি বংশী পাইদিপল্লির সঙ্গে তার নতুন ছবির শুটিং আগামী এপ্রিলে শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে।

ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিউজিল্যান্ডের নারী ক্রিকেট দলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী অভিজ্ঞ পেসার লিয়া তাহুহু ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে ৩৫ বছর বয়সী তাহুহু ১৫ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন।

২০১১ সালে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০ বছর বয়সে ওয়ানডে ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তার। এরপর তিনি নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১০৩টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। ১০০ ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করা মাত্র ১২ জন হোয়াইট ফার্নের মধ্যে তিনি একজন। তিনি ১২৫টি ওয়ানডে উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেছেন, যা নিউজিল্যান্ডের যেকোনো নারীর সর্বোচ্চ।

তাহুহু মোট চারটি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছেন। ২০১৩

সালে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলেন তিনি। এরপর ২০১৭, ২০২২ এবং ২০২৫ আসরে শেষবার অংশ নেন তিনি। গত বছরের আসরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটিই ছিল তার শেষ ওয়ানডে। বিশ্বকাপগুলোতে তিনি মোট ৩৬টি উইকেট নিয়েছেন, যা নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ এবং সর্বকালের তালিকায় নবম সেরা।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তাহুহু বলেন, 'ওয়ানডে ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের জার্সি পরা সবসময়ই আমার জন্য সম্মান ও গর্বের বিষয় ছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'একটি ম্যাচ খেলতেও পারা ছিল অসাধারণ অনুভূতি। আর ওয়ানডে ক্রিকেটে ১০০টির বেশি ম্যাচে দেশের ও পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা, এটা আমি কখনো কল্পনাও করিনি। এই ফরম্যাটে যা অর্জন করেছি তা নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত, এবং প্রতিটি মুহূর্ত আমি সারা জীবন মনে রাখব।'

তবে তিনি এখনও টি-টোয়েন্টি খেলা চালিয়ে যাবেন। ২০২৫ সালের মার্চে তিনি এই ফরম্যাটে খেলেছেন। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট জানিয়েছে, চলতি মাসের শেষ দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ঘোষিত দলে তিনি থাকবেন।

২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য তাহুহু এবারও শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েছেন। তিনি বলেন, '২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা ছিল বিশাল অর্জন। এ বছর ইংল্যান্ডে গিয়ে দলকে শিরোপা রক্ষায় সাহায্য করতে আমি খুবই অনুপ্রাণিত।'

দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ অলিম্পিক পদকজয়ী স্প্রিন্টার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডোপ পরীক্ষার নিয়ম ভঙ্গের দায়ে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক পদকজয়ী স্প্রিন্টার ফ্রেড কার্লি। চলতি বছরে ডোপ পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত তিনটি নমুনা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অ্যাথলেটিকসের নৈতিকতা তদারকি সংস্থা অ্যাথলেটিকস ইন্টিগ্রিটি ইউনিট গতকাল এক বিবৃতিতে কার্লির ওপর দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

৩০ বছর বয়সী এই স্প্রিন্টার ডোপ পরীক্ষার জন্য নিজের অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য না দিয়ে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে জানানো হয়েছে। ডোপিংবিরোধী নীতিমালা অনুযায়ী, এক বছরে তিনবার নির্ধারিত পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে সর্বোচ্চ দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হতে পারে।

ফ্রেড কার্লি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সফল স্প্রিন্টার। তিনি ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে রৌপ্য পদক এবং ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে আগামী দুই বছর আন্তর্জাতিক কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না তিনি।

২০২৮ সালের অলিম্পিকে চোখ জোকোভিচের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোট ও অফফর্মের কারণে সময়টা ভালো যাচ্ছেনা কিংবদন্তি টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচের। চলতি বছরে অস্ট্রেলীয় ওপেনে কার্লোস আলকারাসের কাছে হারের পরেই তার অবসর নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল।

তবে এখনই থেমে যেতে চান না বলে জানিয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী এই তারকা। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য রয়েছে তার এবং নিজের স্বর্ণ রক্ষা করতে চান ২০২৮ সামার অলিম্পিকে।

স্থানীয় সময় ৭ মার্চ ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে কামিলকে হারানোর পর সাংবাদিকদের তিনি এই পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

সার্বিয়ান টেনিস কিংবদন্তি বলেন, ২০২৪ সামার অলিম্পিকে কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জেতা তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া সাফল্য। এখনও অনেক সময় বাকি। আমার বয়স এবং ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে প্রতিটি বছর অন্যদের তুলনায় অনেক দীর্ঘ মনে হয়। কিন্তু আমি চেষ্টা করব। অলিম্পিকে খেলা আমার বড় অনুপ্রেরণার একটি।'

অলিম্পিক একক টেনিসে টানা দুইবার স্বর্ণপদক জয়ের কীর্তি এখন পর্যন্ত কেবল আন্ডি মারের। জোকোভিচ ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের পাশাপাশি ২০০৮ সামার অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR